হাটে না যাইব মোরা নৌকায় এসহ।
আজ নিশি আমাদের বাসায় বঞ্চহ।।'
প্রভু কহে 'হাট কর পুনঃ যদি আসি।
তোমাদের বাসায় বঞ্চিব একনিশি।।'
সাহারা অনেক কষ্টে বাক্যে দিল সায়।
বলে 'প্রভু দয়া করে রেখ অই পায়।।'
হাট শেষ বেলা শেষ এমন সময়।
দোকান পাতিল হাটে করিতে বিক্রয়।।
বহুতর খরিদ্দার জুটিল দোকানে।
কোন্ মাল কোন্ মূল্য কিছু নাহি শুনে।।
ওজন করিতে বসে ওজন করয়।
ক্রেতাগণ মনোমত মূল্য দিয়া যায়।।
বিক্রয় করিতে মাল যত এনেছিল।
সকল বিক্রয় হ'ল কিছু না রহিল।।
অসম্ভব একি কাজ বিক্রী সব দ্রব্য।
অদ্যকার হাটে হৈল চতুর্গুণ লভ্য।।
তারা হ'ল হরিভক্ত সাধুর সমাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।

সংসার রঙ্গভূমি

আর একদিন গিয়া কার্ত্তিকের ঘরে।
'কার্ত্তিক' 'কার্ত্তিক' বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।।
অম্বিকারে বলে 'মাগো'। মোরে খেতে দেও।
কার্ত্তিক কোথায় গেছে ডাকিয়া আনাও?
অম্বিকা বলেছে 'আমি কিবা খেতে দিব।
ক্ষুদ-সিদ্ধ করিয়াছি আর কিবা পাব?'
পাগল বলেছে 'মাগো ক্ষুদ কৃষ্ণ-খাদ্য।
এনে দে মা শীঘ্র আমি খা'ব ক্ষুদ-সিদ্ধ।।'
ক্ষুদ-সিদ্ধ এনে দিল পাগলের ঠাঁই।
খেয়ে বলে 'মাগো আমি বড় মিষ্ট খাই।।'
পাগলের সিংহধ্বনি কার্ত্তিক শুনিল।
কিঞ্চিৎ বিলম্বে পাগলের কাছে এল।।
বলেছে 'কার্ত্তিক তুই থাকিস্ কোথায়?'
কার্ত্তিক বলেন 'আমি ছিলাম সভায়।।
অদ্য আমি গিয়াছিনু গ্রাম্য নিমন্ত্রণে।
স্বজাতির মধ্যে আমি ছিলাম ভোজনে।।'
পাগল বলে 'স্বজাতি তুই কস্ কারে?'
চক্ষে হস্ত বুলাইয়া বলে পুনঃ যা রে।।
শীঘ্র করি দেখে আয় রে বর্ব্বর বেটা।
দেখে আয় সভাতে মানুষ আছে ক'টা?
কার্ত্তিক যাইয়া দাঁড়াইয়া সভা পার্শ্বে।
দেখেছে সভায় যত চেগা-বগা বসে।।
শিয়াল কুকুর আর শকুনি বিড়াল।
ছাগ-মেষ, গো-মহিষ আছে পালে পালে।।
পাঁচ-ছয়শত লোক ছিল সে সভায়।
তার মধ্যে শতেক মনুষ্য দেখা যায়।।
দেখিয়া কার্ত্তিক হ'ল বিস্মিত হৃদয়।
লুঠিয়া পড়িল এসে পাগলের পায়।।
এ ভব মায়াপ্রপঞ্চ সার কিছু নাই।
কহিছে তারকচন্দ্র হরিবল ভাই।।

রুদ্র-উদ্ধার

চলিল গোলোকচন্দ্র উত্তরাভিমুখে।
বাসুড়িয়া গ্রামে যাব কহিল সবা'কে।।
ভক্তগণ কতক চলিল সঙ্গে সঙ্গে।
হরিবলে হাসে কাঁদে নাচে গায় রঙ্গে।।
রাইচরণ মদনকৃষ্ণ কোটীশ্বর।
মহেশ শ্যামাচরণ শ্রীহরি পোদ্দার।।
সবে যায় হরিবোল বলিতে বলিতে।
উত্তরিল মধুমতী নদীর কূলেতে।।